তারিখ ... 31.1.84 ...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 4 ...

গরীবদের জন্য সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ

সরকার নাকি গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন (সংবাদ, ১৩ই কার্তিক)। প্রথম বছরে পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীকে এই ঋণ দেয়া হবে এবং এ জন্য তিন কোটি ষাট লাখ টাকার একটি প্রকল্প অর্থ দপ্তর অনুমোদন করেছেন। গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার সুবিধার জন্য যে সরকার এমন ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এ ধারণা জন্মাবে খবরের প্রথম কয়েকটা লাইন পড়লে। কিন্তু খবরটা পুরোপুরি পড়ার পরেই মনে খটকা লাগবে, এই সুদমুক্ত শিক্ষাঋণের সুবিধা প্রকৃত গরীব শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক'জন ভোগ করতে পারবে?

সন্দেহ ঐ শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা সম্পর্কিত শর্তাবলীর জন্য। প্রার্থীদের দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, কৃষি কলেজ বা টেক্সটাইল কলেজের ছাত্র হতে হবে এবং এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হবে। কেবল প্রথম বিভাগে পাসই যথেষ্ট নয়। বিজ্ঞান গ্রুপে উত্তীর্ণদের কমপক্ষে শতকরা ৭০ ভাগ এবং মানবিক ও বাণিজ্য গ্রুপে উত্তীর্ণদের অন্ততঃপক্ষে শতকরা ষাট ভাগ নম্বর পেতে হবে। তবে জেলা শহরের বাইরে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও এই ঋণ লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে। এই যোগ্যতার অধিকারীদের অভিভাবকদের বাৎসরিক আয় ত্রিশ হাজারের বেশী হলে তারা গরীবের পর্যায়ে পড়বে না।

এই শর্তের বেড়া ডিঙ্গিয়ে যেতে পারবে ক'জন গরীব শিক্ষার্থী? কালের হাওয়া বদলে এদেশে শিক্ষার অবস্থা-ব্যবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মেধাবী হলেও গরীব ছাত্রদের পরীক্ষায় খুব ভাল দেখানোর সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। অন্যান্য সব কিছুর সাথে পাল্লা দিয়ে শিক্ষার খরচও সমানে বেড়েছে। বই, খাতা, কলম, পেন্সিল নানা রকমের ফি ছাড়াও আনুষ্ঠানিকতার খরচ যোগাতেই গরীব অভিভাবকদের দম ফুরিয়ে আসে। কিন্তু কেবল এসবে ভাল দেখানো আজকের দিনে সম্ভব নয়। ক্লাসে লেখাপড়া সামান্যই হয়, কোর্স শেষ করা হয় খুব কম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। অধিকাংশ স্কুল-কলেজে শিক্ষার পরিবেশ নেই বললেই চলে। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীরা শতকরা সত্তর বা ষাট নম্বর নিয়ে প্রথম বিভাগে পাস করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাবে কিভাবে ও কোথা থেকে? এত ভাল ফল দেখাতে পারে কেবল তারাই যাদের উঁচু স্তরের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও ক্যাডেট স্কুল, ক্যাডেট কলেজে লেখাপড়া করার সুযোগ আছে এবং বাড়ীতেও যাদের পিছনে একাধিক প্রাইভেট শিক্ষক লাগানো রয়েছে। যাদের প্রচুর অর্থ আছে তাদের ছেলেমেয়েরাই কেবল এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার আশা করতে পারে, গরীব বা মধ্যবিত্তরা নয়। বার্ষিক ত্রিশ হাজার, অর্থাৎ মাসিক আড়াই হাজার টাকা আয় করে এত ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা আজকের দিনে কিছুতেই সম্ভব নয়। আয়ের পুরো টাকা খরচ করেও এ ব্যবস্থা করা যাবে না। "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সেই" কথাটা এ যুগে অচল। এখনকার অবস্থা হলো, "গাড়ী-ঘোড়া চড়ে যেই, লেখা পড়া করে সেই।"

সাম্প্রতিককালে পরীক্ষার ভাল ফল যে সব স্কুল-কলেজের যে ধরনের ছাত্র-ছাত্রীরা বেশী দেখাচ্ছে সে বিষয়ে পুরো খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, মফস্বলের এমনকি জেলা শহরের স্কুল-কলেজের নাম এক্ষেত্রে বিশেষ নেই। মেধা তালিকায় স্থান লাভকারীদের মধ্যে গরীব ঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের হার দশে এক হবে কিনা সন্দেহ। বড় বড় শহরের নাম করা স্কুল-কলেজে পড়ে বিত্তবান ঘরের এমন ছেলে-মেয়েরাই প্রায় ক্ষেত্রে পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করছে। ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষকরা বেশীর ভাগই হলেন এই সমস্ত নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। সেদিক থেকেও কৃতিত্ব প্রদর্শনের অতিরিক্ত সুবিধা আছে।

দুই ফাইনাল পরীক্ষায় শতকরা ষাট/সত্তর ভাগ নম্বর নিয়ে প্রথম বিভাগে পাস করার পরে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, কৃষি কলেজ বা টেক্সটাইল কলেজে পড়ছে এমন গরীব ছাত্র ক'জন মিলবে? এসমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ভাল ফলের সাথে অর্থবলও দরকার। এই দুইএর অভাবে এসমস্ত প্রতিষ্ঠানে গরীব ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম। ইদানীংকালে তাই গরীবের ঘর থেকে ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ কমই বের হয়। এঅবস্থায় সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ গ্রহণের উপযোগী প্রকৃত গরীব ঘরের পাঁচ হাজার ছাত্র কি মিলবে?

গরীব ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য সদিচ্ছা যখন সরকার দেখাচ্ছেন, তখন এসম্পর্কে আর একটু ভেবে চিন্তে শর্ত শিথিল করতেও তো পারেন। দুই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের বদলে যেকোন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ এবং সাধারণ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরও এই ঋণের সুবিধা দেয়া যেতে পারে। তাহলে মেডিক্যাল, ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে না হোক কৃষি ও টেক্সটাইলস কলেজের কিছু বেশী গরীব ছাত্র উপকৃত হবে। এরা যাতে পাস করার সাথে সাথে চাকরি পায় সে দিকে সরকারের দৃষ্টি রাখা উচিত। সাধারণ কলেজের ছাত্র/ছাত্রীরা যদি এধরনের সাহায্য পায় তাহলে তাদের পড়াশুনার খরচের জন্য অক্ষম অভিভাবকদের দিকে বসে থাকতে হবে না। ঐ টাকায় ভালভাবে পড়াশুনা করে কৃতিত্বের সাথে পাস করতে পারলে ভাল চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা তাদের বাড়বে। তবে চাকরি পাওয়ার ব্যাপারেও তাদেরকে সাহায্য সরকারকে করতে হবে ঋণ আদায়ের কথা ভেবে।